সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১২

بسم الله الرحمن الرحيم

তাগূত ফেরাউন জানতে পারলো বনী-ইসরাইলের এক ব্যক্তির হাতে তার রাজত্বের পতন ঘটবে। তাই সে ভয় পেয়ে গেলো এবং বনী ইসরাইল গোত্রে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি নবজাতককে হত্যার নির্দেশ দিল। বছরের পর বছর বনী-ইসরাইলের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে এক সময় তার কাছে অভিযোগ করা হলো, অনবরত এভাবে শিশু হত্যা অব্যাহত রাখলে বনু ইসরাইলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সেবক হিসেবে গ্রহণ করার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; যার ফলে বাড়ি-ঘরে তাদের নিজেদেরকেই কাজ করতে হবে। স্বৈরাচারী তাগুত ফেরাউনের নির্দেশে চালানো এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মধ্যেই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। ফেরাউনের খরচেই তিনি লালিত পালিত হন। এরপর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ফেরাউনের রাজত্ব হাতছাড়া ও ধ্বংস হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাকে তার বাহিনীসহ ডুবিয়ে মারেন। ফেরাউন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাক্বদির ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, «আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় ফেরাউনের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের ঘটে যাওয়া কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কেননা এটা ছিলো এক আশ্চর্য কাহিনী। ফেরাউন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু যার ব্যাপারে সে সতর্কতা গ্রহণ করেছিল, তাক্বদির তাকেই তার প্রাসাদে পুত্রের মর্যাদায় লালন

পালন করতে বাধ্য করেছে। এভাবেই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বেড়ে উঠেন। তারপর আল্লাহ তাআলা একটা ইস্যু সৃষ্টি করে তাকে তাদের মধ্য থেকে বের করে নিয়ে আসেন এবং তাকে নবুওয়াত, রিসালাত ও আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার অনন্য মর্যাদা দান করেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দিতে পাঠালেন, যেন সে আল্লাহর ইবাদত করে এবং (পাপাচার) থেকে ফিরে আসে। ফেরাউন ছিল বিশাল রাজত্বের অধিপতি ও সম্রাট। মুসা আলাইহিস সালাম তার কাছে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আসলেন। তার ভাই হারুন আলাইহিস সালাম ছাড়া তার আর কোনো সহযোগী ছিল না। (দাওয়াত শুনে) ফেরাউন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, অহংকার প্রদর্শন করল এবং স্বদেশ প্রীতি ও কুপ্রবৃত্তি তাকে পেয়ে বসল। ফলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল, অন্যায় দাবি করল, হঠকারিতা ও অবাধ্যতা করল এবং বনী ইসরাইলের মুমিনদের সাথে দুর্ব্যবহার করল। এতে আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার বাহিনীর উপর নাযিল করলেন অপ্রতিরোধ্য শাস্তি এবং মুহূর্তেই তাদের সকলকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলেন।

বর্তমান যুগের সমস্ত তাগুতরাও ফেরাউনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে। তারা জেনে বুঝে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে প্রতিহত করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় সাগরে ডুবে মহান আল্লাহর লিখিত ফায়সালা-ই কার্যকর হয়। এই যে আমেরিকা তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ইরাকে আসলো এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলো। আর তারা জানে যে, মুজাহিদগণ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চান। এমনকি তাগুত বুশ তো তখন বলেছিল "সন্ত্রাসীরা মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইরাককে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি বানাতে চায়। কাজেই আমাদেরও উচিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে ইরাককে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করা। সন্ত্রাসীরা বিশ্বাস করে, কোনো অঞ্চলে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারলে সকল মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। এর মাধ্যমে তাদের জন্য সম্ভব হবে মধ্যপন্থী সরকারগুলোকে উৎখাত করে মূল ধারার একটি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, যার বিস্তৃতি হবে স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত।"

হ্যাঁ, তার এ কথাটি সত্য; যদিও সে একজন মিথ্যাবাদী। অতঃপর বছরকয়েক যেতে না যেতেই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হলো। এটা ছিলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদবাণীর বাস্তবায়ন। তিনি বলেছিলেন: "অতঃপর নবুওয়াতের আদলে

খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে"। শুধু তাই নয়, এই খিলাফাহ'র উলায়াতসমূহ বিশ্বের দূর দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তম বিজয়ের পূর্বাভাস বহন করছে।

অতঃপর তাগুত আমেরিকা খিলাফাহ ধ্বংস করার জন্য আন্তর্জাতিক জোট গঠন করেছে আর প্রত্যহ কোনো না কোনো তাগুত শৃগাল তাতে যোগদান করছে। কিন্তু এতে খিলাফার সৈনিকদের দৃঢ়তা ও অবিচলতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের কল্যাণকামীতা প্রকাশিত হচ্ছে। স্পষ্ট হচ্ছে তাদের মানহাজের সত্যতা এবং সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে এককভাবে তাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নীতি।

আমেরিকা ও ক্রুসেডার জোটের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে খিলাফাহ আজও টিকে আছে। এসকল ক্রুসেডাররা কিন্তু ঠিকই জানে দাওলাতুল ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যা ঘোষিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে। তিনি ﷺ বলেন: "আল্লাহ তাআলা আমার জন্য পৃথিবীকে সংকোচন করে দিয়েছেন, ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম দেখেছি। আমার জন্য যতটুকু সংকোচন করে দেওয়া হয়েছে, আমার উম্মাতের রাজত্ব ততটুকু পর্যন্ত পৌঁছবে।" এবং তিনি রোম বিজয়ের সুসংবাদও প্রদান করেন। কিন্তু এই তাগুতরা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত অবশ্যম্ভাবী তাক্বদীরকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু তারা সামরিক, মিডিয়া ও গোয়েন্দা বিভাগ সহ সকল সেক্টরে যতই সৈন্যসামন্ত একত্রিত করুক, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির বাস্তবায়িত হবেই।

আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার জোটের জন্য খিলাফাহ এখন দুঃস্বপ্ন ও মহা-আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা তারা সময়ে সময়ে প্রকাশ করে। বরং খিলাফাহ তাদের ধারণার চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং তাদের কল্পনার চেয়েও বেশি দুর্ধর্ষ। যখনই কোনো অঞ্চলে বা দেশে খিলাহ'র সৈনিকগণ ক্রমাগত আক্রমণ শুরু করেন, তখনই সে দেশের তাগুত কাঁদো কাঁদো স্বরে সারা পৃথিবীর কাছে আবেদন করে, খিলাফাহ'র সৈনিকদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। যা প্রমাণ করে, বিশ্বের সব দেশ এককভাবে তাদের দেশে থাকা দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পায়, অথচ মুজাহিদগণ সংখ্যায় নগণ্য এবং সেনা বেষ্টনীর মধ্যেই তাদের অবস্থান। তবে কি তারা বাস্তবেই খিলাফাহকে এত ভয় পায়? তাদের মধ্যে

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১২

কি খিলাফাহর ভয় এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে?!

তারা জানে, খিলাফাহ মুসলমানদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। যা সকল মুসলিমকে এক ইমামের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত করে।

তারা খিলাফতকে ভয় পায়, কারণ খিলাফত মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার সৃষ্টি করবে, এবং মানুষকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য তাগুতদের রচিত শতাব্দিকালের সকল বাঁধা-প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটবে।

তারা খিলাফাহকে ভয় পায়, কারণ খিলাফাহ ব্যালট-বক্সের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয় গুলি ও বারুদের বক্সের মাধ্যমে। তাছাড়া খিলাফাহ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের স্বার্থ রক্ষা করে না, এটি কেবল দ্বীনি বিষয়াদীর স্বার্থ রক্ষা করে।

তারা খিলাফাহকে ভয় পায়, কারণ খিলাফাহ কুফফারদের বানানো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না, বরং সেগুলো পদদলিত করে এবং খিলাফাহর সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে কুফফারদের সম্মেলন কক্ষগুলো কাঁপিয়ে তুলবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হবে।

তারা খিলাফাহকে ভয় পায়, কারণ খিলাফাহর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, একসময় আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত হওয়া প্রতিটি ভূমি আবার শরীয়তের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনা। এটা কাফেরদের বৈশ্বিক দাপট, ক্ষমতা ও দম্ভ একেবারে নিঃশেষ করে দিবে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে হুমকির মুখে ফেলবে। ফলে তাদের আনন্দ-বিলাস করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

নিশ্চয় কাফেরদের মধ্যে ত্রাশ সৃষ্টি করাই হলো ঐশী নির্দেশ এবং নববী মানহাজ। আল্লাহ ﷻ বলেন: «তোমরা তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করে রাখো, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করবে» এটা মুমিনদের প্রতি কুরআনী নির্‌দেশ, যেন তারা সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করে, যা দিয়ে শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করা যায়। অতঃপর কাফেরদের

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১২

অন্তরে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। এই ভীতি হলো মহান আল্লাহর অন্যতম সৈনিক, যার মাধ্যমে তিনি কাফেরদেরকে কাবু করেন। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তার উম্মতকে বিশেষায়িত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, «আমাকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোনো নবীকে দান করা হয় নি। (এরমধ্যে একটি হলো) আমাকে এক মাসের দূরত্বে থেকে ভীতি সঞ্চারের শক্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে»

দুর্বলদেরকে ক্ষমতা দান করা সত্যনিষ্ঠ মুমিনদের জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। আল্লাহ ﷻ বলেন: «যমিনে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকার ও কর্তৃত্ব দান করার» এবং অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটবে। কাফেরদের হাজারো সতর্কতা, অস্থিরতা ও হাঁকডাক কোন কাজে আসবে না। আয়াতের পরের অংশে মহান আল্লাহ বলেন: «আমার ইচ্ছা হলো, ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-বাহিনীকে এমন কিছু দেখিয়ে দিবো, যা তারা সেই দূর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত» [সূরা কাসাস: ৬]

যারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দিবেন। «আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে» বিশেষ করে তারা যদি দ্বীনের নেতৃত্ব লাভের জন্য পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান- ধৈর্য্য ও দৃঢ় বিশ্বাস লালন করে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, «আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত», কাজেই যারা ধৈর্য্য ধারণ করবে না, বা আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে পারবে না, এবং যারা আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, তারা দ্বীনের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩১২

আজ কুফফার ও ক্রুসেডারদের কঠিন হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও মহান আল্লাহর প্রতি মুয়াহহিদগণ ও তাদের সাহায্যকারীদের ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এটাই নবীগণের সুন্নাত। বনী ইসরাইল ফেরাউনের হুমকি-ধমকি শুনে যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছে অভিযোগ করেছিল, তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, «সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। [সূরা আরাফ: ১২৮],...হ্যাঁ, অবশ্যই শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। এবং অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তার সৎ বান্দাদেরকে এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানাবেন। «আমি উপদেশের পর যবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে» [সূরা আম্বিয়া: ১০৫],

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য।